3 JAN 2017

সংবাদ

আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল

উলিপুর বজরা কলেজ অধ্যক্ষের জালিয়াতি : তদন্তে প্রমাণিত

প্রতিনিধি, উলিপুর (কুড়িগ্রাম)

উলিপুর উপজেলার বজরা কলেজের অধ্যক্ষের জালিয়াতি পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত শেষে আদালতে সম্প্রতি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলকারী থানা পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) সাইফুল ইসলাম সংবাদকে এ বিষয় নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে ১৯৯৫ সালে উপজেলার বজরা ইউনিয়নে বজরা কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সূচনা থেকে অনেক চড়াই উৎরাই এর মধ্য দিয়ে চলমান এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মাজেদুল ইসলাম নিয়োগপ্রাপ্ত ৪ শিক্ষকের এমপিও ভুক্তর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে মাউশির জনৈক কর্মকর্তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে অতিগোপনে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে ওই ৪ শিক্ষকের ইস্তেফাপত্র তৈরি করেন। সেই সঙ্গে ম্যানেজিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যের স্বাক্ষর জাল করে রেজুলেশনের মাধ্যমে অতি গোপনে ঐ ৪ শিক্ষকের পরিবর্তে নতুন করে ৪ জন শিক্ষক নিয়োগ করেন। এ ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়লে দীর্ঘ ১২ বছর থেকে বিনা বেতনে পাঠদানকারী এমপিও ভুক্তির জন্য ঝুলিয়ে থাকা শিক্ষক রাশেদুজ্জামান সরকার বাদী হয়ে কুড়িগ্রাম চিফ জুডিসিয়াল আদালতে অধ্যক্ষ মাজেদুল ইসলামসহ তার সহযোগিতাকারী সওকত আলীর বিরুদ্ধে একটি জালিয়াতির মামলা দায়ের করেন। আদালত বাদীর আবেদন আমলে নিয়ে উলিপুর থানা পুলিশ পরিদর্শককে মামলা রেকর্ডভুক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। থানা পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) সাইফুল ইসলাম নিজেই এ মামলার তদন্ত ভার গ্রহন করে সরেজমিনে একাধিকবার গিয়ে সাক্ষী প্রমানাদি গ্রহণ ও জালিয়াতির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উদ্ধার করে সম্প্রতি আদালতে স্ববিস্তারে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেছেন তদন্তে ঘটনা ও ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় জব্দকৃত বজরা কলেজের হাজিরা খাতা, সংশ্লিষ্ট অফিসের কাগজপত্র, নথিতে সংযুক্ত বিভিন্ন স্বারকের কাগজপত্র, কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারী, সাবেক ও বর্তমান পরিচালনা কমিটির সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্বাক্ষীদের প্রদত্ত জবানবন্দি পর্যালোচনায় প্রাথমিকভাবে অত্র মামলার ঘটনার সঙ্গে অভিযুক্ত এজাহার নামীয় আসামি ১। মাজেদুল ইসলাম ওরফে মিলন (৫০) ২। সওকত আলী (৫৫) জড়িত আছেন এবং তারা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে একই উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজসে প্রতারনামুলক ভাবে স্বাক্ষর জাল করে জাল পদত্যাগপত্র ও রেজুলেশন তৈরি করে ঝাদীসহ বজরা কলেজের ৪ প্রভাষক মো. মতিয়ার রহমান, মো. মাহফুজার রহমান মিয়াজী,আব্দুর রাজ্জাক খন্দকারদেরকে গোপনে পদত্যাগ দেখিয়ে এবং জাল পদত্যাগপত্র ও জাল রেজুলেশন ব্যবহার করেছেন মর্মে প্রাথমিক ভাবে তদন্ত প্রমাণিত হয়। আসামি মাজেদুল ইসলাম অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন অফিসে বজরা কলেজের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে বর্তমানে প্রেরণকৃত বাদীসহ অপর ৪ শিক্ষকদের পদত্যাগপত্র সমূহ জাল ও অভিযুক্ত অপর আসামি সওকত আলীর সহায়তায় সৃজিত করেছেন। পদত্যাগপত্র সমূহের মুল কপি গুরুত্বপুর্ণ আলামত হওয়ায় বর্তমানে তা গোপন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।